দৈনিক সংবাদ

OCT. 24 1999

তারিখ OCT. 25 1999
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

284

আইপিএম স্কুল কার্যক্রম

কম খরচে বেশি ফসল উৎপাদনের কৌশল শেখানোর জন্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে শেরপুর, ঝিনাইদহ ও শ্রীপুরে তিনটি আইপিএম (ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট) স্কুল প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এবারই প্রথম এর সঙ্গে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র কম খরচে বেশি ফসল উৎপাদনের কৌশলই শেখানো হয় না, রাসায়নিক কীটনাশক ছাড়া পোকা দমনের উপায়, ফসলের উপকারী ও অপকারী পোকা সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়া হয়। কোর্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাস ও পড়াশোনার কোন ক্ষতি হয় না। সপ্তাহে একদিন নিয়মিত ক্লাস শুরুর আগে ১ ঘণ্টা করে আইপিএম প্রকল্পের শিক্ষা দেয়া হয়।

দাবি করা হয়েছে এরকম ১৪টি ক্লাসের পর শিক্ষার্থীরা এক একজন ক্ষুদে কৃষিবিদ হিসেবে নিজ এলাকায় কাজ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের, বিশেষ করে গ্রামীণ স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই কৃষক পরিবার থেকে আসে। কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা সহজে রপ্ত করার একটি সহজাত ক্ষমতা তাদের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কৃষি হওয়াতে শেকড় থেকে কৃষি শিক্ষা দেয়া শুধু অপরিহার্যই নয়, ফরজ। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আদিম কৃষি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে কৃষি বা কৃষক বাঁচবে না। জাতীয় অর্থনীতিকেও বাঁচানো যাবে না, সে জন্য প্রয়োজন আধুনিক কৃষিজ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি এবং গোড়া থেকেই যদি গড়ে তোলা যায় তবে কৃষি অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

তবে একথা বলতেই হয়, সারাদেশের মাত্র তিনটি স্কুলে আইপিএম কার্যক্রম চালু করা মোটেই যথেষ্ট নয়। কোন কাজের কথাও নয়। সারাদেশের সব স্কুলেই আইপিএম কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শেরপুরের নকলা থানার ধনাকুশা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আইপিএম কার্যক্রম যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে সারাদেশের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও একই ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কৃষিজীবী বাপ-ভাইদের মধ্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেবে।